ভবানীপুরের কথা

—নুপূর চ্যাটার্জী

নতুন বছর ২০২৫ আরম্ভ হ'ল। স্বাগত জানাই নতুন বছরকে। গতবছরও স্বাগত জানিয়েছিলাম বিগত বছরটিকে—শুভ হোক সবকিছু এই প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু সব কিছু শুভ হয়নি—অনেক অনেক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা—প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক হানাহানি অন্যদেশকে আক্রমণ সব কিছু আমাদের দীর্ণ করেছে—তবু আবার ২০২৫ সালকে স্বাগত জানাচ্ছি একরাশ ভালবাসা আর আশা নিয়ে।

মানুষের ভিতরে একটা ভালোবাসার নদী আছে ফল্গু নদীর মতো চুপি চুপি বয়ে চলেছে। ঐ নদীর উপরের জমা আস্তরণ সরানোই আমাদের এই জীবনের কাজ। প্রত্যেকেই এ কাজটি করার চেষ্টা করে চলেছি জেনে বা না জেনে। জীবনের কোনো না কোনো মুহূর্তে ঐ জমা আস্তরণটিতে একটু চিড় ধরলেই সমস্ত চেতনা এক আশ্চর্য আনন্দে ভরে ওঠে—ভালবাসা উপছে পড়ে। আমাদের কাজ হ'ল ঐ মুহূর্তটাকে অনুসরণ করা। এক এক ধর্মে এক এক ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে কেমন করে ঐ মুহূর্তকে অনুসরণ করে ভালবাসার সাগরে ডুব দিতে হয়। প্রত্যেকটি মানুষ তার স্বভাব অনুযায়ী পথ খুঁজে নিয়ে চলতে চেষ্টা করে—আর তাই জগতে এত বৈচিত্র। বলা যেতে পারে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। খণ্ড সত্য আপাত সত্য থেকে শাশ্বত সত্যে পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেকে ইভোলিউশন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে। আর এই চলার পথে দেখা হয়ে যায় সাধু সজ্জনের সঙ্গে। (যদিও এই দেখা হওয়া নির্ভর করে স্বীয় কম্পনাঙ্কের উপর) যারা সাধু, সৎ সঙ্গ করতে থাকেন—দ্রুত খুঁজে পান ভালোবাসার নদীটিকে। জানিনা আমাদের কোন পূণ্যবলে আমরা এসেছি এই বিজ্ঞানানন্দ মিশনে—সত্য পালনের ব্রত নিয়ে চলবার চেষ্টা করছি। সংসারের সব রকম 'সুখ ভোগ', 'দুঃখ', 'ক্ষোভ' কিছুই আমাদের আটকে রাখতে পারে না—আমরা ঠাকুরের ভালোবাসার টানে সতত ছুটে আসি, মিশনে। প্রার্থনা শুধু কবে ভালোবাসার নদীটিতে অবগাহন করবো?